

৮ ॥ স্মৃতির স্বরূপ ও বিশ্লেষণ অথবা স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান (Nature and Analysis of Memory or The Factors of Memory)

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করি। এদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় মনের মধ্যে কোন দাগ না রেখেই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার সবকিছুই মনের উপর সমানভাবে রেখাপাত করে না। প্রত্যক্ষের কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষরূপের অন্তর্ধানের পর আমাদের মনের মধ্যে রেখাপাত করে কতকগুলি চিহ্ন (trace) রেখে যায়। এসব চিহ্ন মনের আসংজ্ঞান স্তরে (pre-conscious) জমা থাকে এবং ভবিষ্যতে অভিভাবনের (suggestion) ফলে প্রতিরূপ বা মানসছবির আকারে চেতনালোকে পুনরুজ্জীবিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতার যে সব চিহ্ন মনের আসংজ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে, তাদের আসল রূপ ও পরস্পরার কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সেইরকম একটি প্রতিরূপের মাধ্যমে তাদের পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতাকে স্মৃতি (Memory) বলে এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে স্মরণক্রিয়া (Recalling)। যেমন—কবিতা মুখস্থ করা এবং যেমনভাবে কবিতাটি ছিল তেমনভাবে তাকে মনে রাখার নাম স্মৃতি, আর পরে কোন সময়ে সেই কবিতাকে যেমনভাবে মুখস্থ করা হয়েছিল তেমনভাবে আবৃত্তি করার নাম স্মরণক্রিয়া। 'স্মৃতি' পদটি সাধারণতঃ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, স্মৃতি স্মৃতি কাকে বলে বলতে 'সংরক্ষণ' (Retention) অর্থাৎ ধারণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ, 'পুনরুজ্জীবন' অর্থাৎ 'পুনরুদ্দেক' (Reproduction অথবা Recall) বোঝায়। যেমন—শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবিষয় বার বার পাঠ করে তাকে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করে বা ধরে রাখে এবং অধ্যাপক যখন ওই বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন শিক্ষার্থী উত্তর দেবার জন্য সেই সংরক্ষিত বিষয়টির পুনরুদ্দেক করে। প্রশ্ন করা যেতে পারে—স্মৃতি বলতে ঠিক কি বুঝবো? এর উত্তরে মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, পুনরুদ্দেক বা পুনরুজ্জীবন অর্থেই 'স্মৃতি' কথাটিকে ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য পুনরুদ্দেক করতে হলেই পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে। স্টাউট বলেছেন, "সময় সময় 'স্মৃতি' কথাটিকে 'ধৃতি' বা 'ধারণ করা' কথাটির সমার্থক মনে করা হয়। স্মৃতি কথাটির এ ধরনের প্রয়োগ অসুবিধাজনক। যথাযথ পুনরুদ্দেক অর্থেই 'স্মৃতি' কথাটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল।" সুতরাং অতীত অভিজ্ঞতাকে অবিকল সেই রকম প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্দিত করাকেই স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলে।

স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান বা অঙ্গ : স্মৃতি বলতে যেমন 'মনে রাখা' বোঝায়, তেমনই 'মনে করা' বা 'স্মরণ করা'ও বোঝায়। 'মনে রাখা' বলতে অতীত অভিজ্ঞতার 'সংরক্ষণ' এবং 'মনে করা' বলতে অতীত অভিজ্ঞতার 'পুনরুদ্দেক' বা 'পুনরুজ্জীবন' বোঝায়। কিন্তু সংরক্ষণ ও পুনরুদ্দেক স্মৃতির দুটি প্রধান অঙ্গ বা উপাদান হলেও এ দুটিই একমাত্র উপাদান নয়। স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে যেসব অঙ্গ বা উপাদান পাওয়া যায় তা হল—(১) অভিজ্ঞতা লাভ

ও শিক্ষণ (Acquisition and learning), (২) সংরক্ষণ (Retention), (৩) পুনরুদ্ধার বা পুনরুজ্জীবন (Recall or Reproduction), (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition), (৫) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation) এবং (৬) ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা (Personal identity)। এবার এই উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষণ (Acquisition and Learning) : মনোবিদ উডওয়ার্থ (Woodworth) শিক্ষণকে স্মৃতির প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কিছু মনে করতে হলে তা পূর্বে নিশ্চয় কোথাও দেখতে হবে অথবা শুনতে হবে অথবা শিক্ষা করতে হবে। যার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, যা আদৌ শিক্ষা করা হয়নি, তার সম্পর্কে স্মৃতি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি কখনই শান্তিনিকেতন দেখেনি এবং এর কথাও শোনেনি, তার পক্ষে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। শিক্ষা হল স্মৃতির পূর্ববর্তী শর্ত এবং শিক্ষা যথার্থ হয়েছে কিনা তা স্মৃতির সাহায্যে যাচাই করা হয়। কোন পাঠ শেখা হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে ওই পাঠটি এখন যথাযথভাবে মনে করতে পারছি কিনা।

কিছুসংখ্যক মনোবিদ শিক্ষণকে স্মৃতির কোন উপাদান বলে স্বীকার করেন না। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়। পূর্ববর্তী শিক্ষা ছাড়া স্মৃতি সম্ভব নয় এই যুক্তিতে শিক্ষণকে স্মৃতির একটি অঙ্গ বলে গণ্য করলে একই যুক্তিতে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদিকেও স্মৃতির অঙ্গ বলে গণ্য করতে হয়, কেননা এদের বাদ দিয়ে স্মৃতি সম্ভব নয়।

কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা একথা বলতে পারি, শিক্ষা এবং মনে রাখা—এ দুটি প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলে। সেজন্য শিক্ষণকে স্মৃতির একটি অঙ্গ বা উপাদান বলে স্বীকার করাই ভাল।

(২) সংরক্ষণ বা ধারণ (Retention) : আমরা যা কিছু শিখেছি তার সবকিছুই যে আমরা মনে করতে পারি তা নয়। স্মৃতির জন্য শিক্ষণ প্রয়োজনীয় হলেও শিক্ষণ মাত্রই স্মৃতি নয়। সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমেই আমাদের মন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করে। এসবের মাধ্যমে যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা যদি সঙ্গেসঙ্গেই ভুলে যাই তাহলে আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে মনের মধ্যে ধরে না রাখতে পারলে শিক্ষণের কোন মূল্যই থাকে না। অভিজ্ঞতাগুলিকে মনের মধ্যে ধরে রাখার শক্তিকেই 'সংরক্ষণ' বলা হয়। প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি আমাদের চেতনার উপর রেখাপাত করে। এসব রেখা মনের আসংজ্ঞান স্তরে স্মৃতিচিহ্নের আকারে সংরক্ষিত হয়। স্মরণ করার সময় আমরা এসব স্মৃতিচিহ্নকে প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত করি। যেসব বিষয় শিক্ষা করা হয়েছে তা যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে সেগুলিকে স্মরণ করা একেবারেই সম্ভব হবে না। সুতরাং, 'সংরক্ষণ' হল স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান বা অঙ্গ।

(৩) পুনরুদ্ধার বা পুনরুজ্জীবন (Recall or Reproduction) : শেখা বিষয়গুলিকে মনের মধ্যে কেবল সংরক্ষণ করলেই হবে না ওইসব সংরক্ষিত বিষয়ের যথাযথ পুনরুদ্ধারও প্রয়োজন, নতুবা তাকে স্মৃতি বলা চলবে না। মনে রাখাই সব নয়। যা মনে রাখা হয়েছে তাকে যথাযথ ভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারা স্মৃতির একটি প্রধান অঙ্গ। আসংজ্ঞান স্তরে সংরক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্নগুলিকে তাদের রূপ ও পরস্পরের কোন ব্যতিক্রম না করে অবিকল সেইভাবে প্রতিরূপের মাধ্যমে চেতনলোকে তুলে আনার নামই পুনরুদ্ধার বা পুনরুজ্জীবন। কোন উদ্দীপক কিংবা অভিভাবন (suggestion) কিংবা কোন সংকেতের (cue) সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। সুতরাং, পুনরুদ্ধার হল স্মৃতির তৃতীয় উপাদান বা অঙ্গ। বাস্তবিকপক্ষে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এই দুটিই স্মৃতির উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান।

(৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) : পুনরুদ্ধারই স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করলেই তা পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি হবে না। প্রতিরূপের মাধ্যমে যে ঘটনা চেতনলোকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা যে স্মরণকর্তারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, এই জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ, পুনরুজ্জীবিত প্রতিরূপকে আমারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে নিতে পারা চাই। একেই বলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'। অনেক সময় আমরা কোন বিষয়ের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু এটি যে আমারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, সেভাবে চিনে নিতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণক্রিয়া পূর্ণাঙ্গ হল না। প্রত্যভিজ্ঞা হল একটি পরিচিতির বোধ, যা না থাকলে স্মরণক্রিয়াকে সফল স্মরণ বলা যাবে না। সুতরাং, প্রত্যভিজ্ঞা হল স্মৃতির চতুর্থ উপাদান।

(৫) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation) : স্মৃতির অপর একটি উপাদান হিসাবে অনেকে 'স্থান-কাল নির্দেশের' কথা উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ, প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যেই প্রতিরূপের স্থান-কাল নির্দেশ থাকে। যে বিষয়ের প্রতিরূপ এখন স্মরণপথে এসেছে, তা বাস্তবে কোথায় ও কখন প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, তা বুঝতে না পারলে প্রতিরূপটিকে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনতে পারা যাবে না। "পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল" কবিতাটির কথা যখন মনে পড়ে তখন সেই সঙ্গেই মনে পড়ে কবে এবং কোন্ বইয়ে এই কবিতাটি আমরা পড়েছিলাম। তখনই আমরা একেপূর্বে অধীত কবিতার স্মৃতি বলে চিনে নিতে পারি।

(৬) ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা (Personal identity) : স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। সেজন্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে স্মৃতির একটি উপাদান বা অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা হয়। স্থান-কাল নির্দেশ করতে গেলেই ব্যক্তিত্বের অভিন্নতার বোধ বা ব্যক্তিগত অভিন্নতার বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে আমি শৈশবে কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম সেই আমিই দীর্ঘকাল পরে আজ কবিতাটি স্মরণ করছি—এই ধরনের একটা বোধ থাকতে হবে। যদিও একে অনেকেই স্মৃতির স্থান

উপাদান বলে স্বীকার করেন না, তবু এ ধরনের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাবোধ ছাড়া স্মৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

যদি স্থান-কাল নির্দেশ ও ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্মৃতির উপাদান হবে চারটি, যথা—শিক্ষণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও প্রত্যভিজ্ঞা। আবার, যেহেতু শিক্ষণকে অনেকে স্মৃতির উপাদান বলে স্বীকার করেন না সেইহেতু একথাও বলা যায় যে, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং প্রত্যভিজ্ঞা এই তিনটিই স্মৃতির প্রধান উপাদান বা অঙ্গ।

যদিও স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান দেখতে পাওয়া যায়, তবু স্মৃতি এসব উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। স্মৃতি হল এসব উপাদানের মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। স্মৃতির সংজ্ঞা হিসাবে অতীতের অভিজ্ঞতার পুনরুদ্ধার বললেও স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীতের অভিজ্ঞতার হ্রাস নকল নয়। স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কমবেশি নতুনত্ব থাকে। আমাদের মনোভাব (attitude) এবং আবেগের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। যদি আমরা মনে করি, অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি তাদের যথাযথ রূপে মনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং ঠিক সেইভাবে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলে ভুল করা হবে। আমাদের স্বভাবের দ্বারা অতীত অভিজ্ঞতাগুলি নতুন করে বিন্যস্ত হয় এবং এর ফলে স্মৃতিতে আমরা যা পাই তা অল্পবিস্তর নতুন একটি অভিজ্ঞতা।*

৯ ॥ সংরক্ষণের সমস্যা (Problem of Retention) :

স্মৃতির প্রধান সমস্যা হল সংরক্ষণের সমস্যা। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি কিভাবে সংরক্ষিত হয় এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়? অতীত অভিজ্ঞতা যে সংরক্ষিত হয় তা আমরা আমাদের স্মরণক্রিয়াতেই জানতে পারি। সংরক্ষিত না হলে অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে স্মরণ করা যেত না। প্রথম দৃষ্টিতে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণকে সহজ বলে মনে হয়। আমাদের চারিদিকের জগতে যেসব বস্তু দেখি, তারা সকলেই কোন্‌ না কোন্‌ স্থানে থাকে। আমরা যখন বলি, চেয়ারটি আছে, তখন আমরা একথাই বলতে চাই, চেয়ারটি বৈঠকখানায় আছে। ঠিক সেইভাবে আমরা মনে করি, আমাদের 'মন'ও ঘরের মতো একটি স্থান (space) এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি এই ঘরের মধ্যে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিরূপগুলি প্রতিরূপ হিসাবে মনের মধ্যে জমা থাকে না। যেমন—বরফ ঠাণ্ডা, কিন্তু বরফের প্রতিরূপটি ঠাণ্ডা নয়। একটি সাত ফুট লম্বা খাটের প্রতিরূপও সাত ফুট লম্বা নয়। কাজেই দেখা

৬. "It is certainly fallacious to assume that the previous experience has gone into cold storage in the interval and re-emerged intact. A memory is a new experience determined by the disposition laid down by a previous experience."

—Ross : Groundwork of Educational Psychology, P. 184

যাচ্ছে যে, বাইরের বস্তু বাইরে যেমন আছে তেমনভাবেই মনের মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সবটা না হলেও কিছুটা অন্ততঃ আমাদের মনে থাকে। সুতরাং, অতীত অভিজ্ঞতা যে সংরক্ষিত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতাগুলি কোন্ আকারে সংরক্ষিত হয় এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়? সংরক্ষণ কি শারীরিক ব্যাপার, না মানস? এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি মতবাদ প্রচারিত হয়েছে যথা—(১) শারীরিক মতবাদ এবং (২) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ।

(১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (Physiological theory of Retention) : মিল (Mill), কার্পেন্টার (Carpenter), জেমস (James), ওয়াটসন (Watson) প্রমুখ মনোবিদগণ শারীরবিদ্যার, বিশেষ করে স্নায়ুবিজ্ঞানের (Neurology) দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুমস্তিষ্কে সংরক্ষণ হয়। সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে, বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কে (cerebrum) একটা অল্পবিস্তর স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় এবং এই পরিবর্তনের জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার একটা রেশ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের এই পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে মিল ও কার্পেন্টার এক ধরনের প্রকল্প দিয়েছেন, জেমস্ আবার ভিন্ন একটি প্রকল্প প্রচার করেছেন।

মিল এবং কার্পেন্টারের মতে, আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন প্রত্যক্ষের ফলে আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে কম্পন (vibration) শুরু হয়। প্রত্যক্ষবস্তুর বিরোধের পরও এই কম্পন মৃদুভাবে চলতে থাকে। প্রত্যক্ষবস্তুর মিল ও কার্পেন্টারের মতবাদ পুনরায় আবির্ভাব ঘটলে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর যে কম্পন মৃদুতালে চলছিল তা পুনরুদ্দীপিত হয়। এর ফলে অতীত প্রত্যক্ষের স্মৃতি জেগে ওঠে। সুতরাং, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে প্রত্যক্ষবস্তুজাত এক প্রকার কম্পনের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষণ সম্পর্কে এই মতবাদ 'স্থায়ী অচেতন মস্তিষ্কক্রিয়া সম্পর্কীয় মতবাদ' (Theory of permanent unconscious cerebration) নামে অভিহিত হয়েছে।

কিন্তু জেমস (James) এ ধরনের কোন কম্পনের কথা স্বীকার করেন না। জেমসের মতে মন ও চেতনা সমার্থক শব্দ, যেহেতু মন ও চেতনা সমব্যাপক। কাজেই, যা চেতনার বাইরে চলে গিয়েছে, তা মনেরও বাইরে চলে গিয়েছে। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু মনের অচেতনলোকে চলে গিয়েছে, একথার কোন মানেই হয় না। কোন অভিজ্ঞতা যখন চেতনলোক থেকে অন্তর্হিত হয়, তখন তা মনের মধ্যে কোথাও তার চিহ্ন রেখে যায় না। তা মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে তার প্রভাব হিসাবে একটি স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে দিয়ে যায়। প্রত্যক্ষকালে মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশটি সক্রিয় হয়, প্রত্যক্ষের ফলে মস্তিষ্কের সেই অংশটিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। মস্তিষ্কের এই পরিবর্তন অর্থে বোঝায় মস্তিষ্কে নতুন ও সংক্ষিপ্ত স্নায়ুপথের সৃষ্টি। এরই মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ হয়। জেমসের এই মতবাদ 'মস্তিষ্কের স্থায়ী পরিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদ' (Theory of permanent cerebral modification) নামে অভিহিত।

সংরক্ষণের ব্যাখ্যায় ওয়াটসন বলেন যে আগে থেকে হাত, বাক্যন্ত্র অথবা আন্তরযন্ত্র (viscera) যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল তার পুনঃপ্রকাশই স্মৃতি।

সমালোচনা : শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলি সংরক্ষণ সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারেনি। যদি অভিজ্ঞতাগুলি সত্য সত্যই মন থেকে বাইরে চলে যায় অর্থাৎ মনের মধ্যে কোথাও সংরক্ষিত না হয় এবং স্মরণ করার সময় ওইসব অভিজ্ঞতা মনের বাইরে থেকে এসে মনের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে, তাহলে বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্রকে অগ্রাহ্য করা হবে। বিজ্ঞানে বলা হয়, শূন্য থেকে কোন কিছু আবির্ভাব হতে পারে না। কাজেই, অভিজ্ঞতাগুলি যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে মনের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাগুলির পুনরাবির্ভাব হয় কি করে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর শারীরবৃত্তীয় মতবাদে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, মস্তিষ্ক একটি জড়বস্তু। মস্তিষ্কের পরিসর সীমাবদ্ধ। অভিজ্ঞতা যদি মস্তিষ্কের মধ্যে সংরক্ষিত হয় তবে একটি ব্যক্তির জীবদ্দশায় যত অভিজ্ঞতা হয় তাদের সকলের সংরক্ষণ ক্ষুদ্র-পরিসর মস্তিষ্কের মধ্যে হওয়া একান্তই অসম্ভব।

তৃতীয়ত, মস্তিষ্কের স্নায়ুগুণীতে কম্পন কিংবা মস্তিষ্কের কোন অংশে স্থায়ী পরিবর্তন যাই হোক না কেন, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে গুণগত পার্থক্য একই ধরনের কম্পনের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। কম্পন মৃদু কিংবা তীব্র হতে পারে, অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পনের মধ্যে একমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। পরিমাণের দিক থেকে পৃথক পৃথক কম্পনের দ্বারা বিভিন্ন জাতের অভিজ্ঞতার পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

চতুর্থত, জেমস যে বলেছেন, মস্তিষ্কে স্মৃতির রাখা অক্ষিত হয়ে যায় অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোন অংশে নতুন ও সংক্ষিপ্ত স্নায়ুপথের সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষণের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। পঞ্চমত, মিল ও কাপেন্ডার সংরক্ষণকে 'অচেতন মস্তিষ্কক্রিয়া' বলেছেন। এ কথার দ্বারা তাঁরা কি বলতে চাইছেন যে, চেতন-মস্তিষ্কক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে? মস্তিষ্কক্রিয়া কখনই চেতন নয়, কিংবা চেতন হতেও পারে না।

ষষ্ঠত, একথা ঠিক যে, সংরক্ষণের সাথে মস্তিষ্কের যোগ আছে। কিন্তু তাই বলে সংরক্ষণের মানসরূপকে অবহেলা করা উচিত নয়। শারীরবৃত্তীয় মতবাদে সংরক্ষণের মানসরূপকে উপেক্ষা করা হয়েছে। স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া একটি মানসিক প্রক্রিয়া। সুতরাং, দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। মনের সাহায্যেই মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

সপ্তমত, চেষ্টিতবাদি (Behaviourist) ওয়াটসনের অভিমতও সন্তোষজনক নয়। আগে থেকেই হাত, বাক্যন্ত্র অথবা আন্তরযন্ত্রের যে সংগঠন গড়ে উঠেছে, তার পুনঃপ্রকাশের হেতু কি, তার কোন ব্যাখ্যা ওয়াটসন দেননি।

এসব কারণে মনোবিদগণ শারীরবৃত্তীয় মতবাদ পরিত্যাগ করে সংরক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন।

(২) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (Psychological theory of Retention) : এ মতবাদ অনুসারে মন ও চেতনা সমব্যাপক নয়। চেতনা অপেক্ষা মন অনেক বেশি ব্যাপক। যতক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকে, ততক্ষণ তা আমাদের চেতনলোকে অবস্থান করে। প্রত্যক্ষের বিষয়টির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি আমাদের মনের চেতনলোক থেকে অন্তর্ধান করছে ঠিকই, কিন্তু তা মনেরই অচেতন লোকে একটি চিহ্ন (trace) বা প্রবণতা (disposition) হিসাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এই চিহ্নগুলিই অভিভাবনের (suggestion) সাহায্যে স্মৃতি-প্রতিরূপের মাধ্যমে মনের চেতনলোকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। মনের চেতনলোকের তলে একটি আসংজ্ঞান (pre-conscious) স্তর কল্পনা করে না নিলে স্মৃতির সম্যক ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব নয়। এই আসংজ্ঞানলোক সম্পূর্ণরূপে চেতনহীন নয়, এখানে চেতনা থাকে সুপ্তাবস্থায়। কাজেই, প্রত্যক্ষরূপের যে প্রতিরূপ মনের আসংজ্ঞান স্তরে সংরক্ষিত থাকে তা প্রয়োজন হলে পুনরায় সংজ্ঞানে অর্থাৎ চেতনলোকে উঠে আসতে পারে।

এই মতবাদকেই সংরক্ষণ সম্পর্কে সন্তোষজনক মতবাদ বলে স্বীকার করা হয়।

মন্তব্য : আধুনিক অনেক মনোবিদ সংরক্ষণের ব্যাখ্যা হিসাবে শারীরবৃত্তীয় মতবাদেরই পক্ষপাতী। কেননা এটিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীমূলক। আধুনিক মনোবিদগণ বলেন যে, অতীত অভিজ্ঞতাসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে কোন চিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু কোন ধরনের চিহ্ন রেখে যায়, অর্থাৎ চিহ্নগুলির স্বরূপ কি তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। উড়য়ওয়ার্থ-ও এই ধরনের চিহ্নকেই বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে প্রত্যক্ষের দরুন কিংবা বারংবার অভ্যাসের দরুন মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এইসব পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম এবং অণুবীক্ষণেরও আওতার বহির্ভূত। মস্তিষ্কের যে পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাগুলি সংরক্ষিত হয় উড়য়ওয়ার্থ তাকে 'স্মৃতিচিহ্ন' (memory trace) বলেছেন। স্মৃতিচিহ্নের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা এখনও বিশেষ কিছু জানি না। তা সত্ত্বেও মস্তিষ্কে এই ধরনের চিহ্নের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার অধিকার আমাদের আছে। প্রতিটি প্রত্যক্ষ বস্তুই আমাদের মস্তিষ্কে কোন না কোন সূক্ষ্ম পরিবর্তন রেখে যায় এবং এই পরিবর্তন কিছু সময় ধরে টিকে থাকে। এরই ফলে অতীত অভিজ্ঞতা পুনরায় স্মরণ করা সম্ভব হয়। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানও একথা সমর্থন করে। কৃত্রিম বৈদ্যুতিক উদ্দীপকের দ্বারা মস্তিষ্কে উদ্দীপিত করে দেখা গিয়েছে যে, স্মৃতিচিহ্নগুলি গুরুমস্তিষ্কের নিম্নকপাল অঞ্চলে (temporallobe) সংরক্ষিত থাকে। তড়িদ্বারের (electrode) সাহায্যে মস্তিষ্কের নিম্নকপাল অঞ্চলকে উদ্দীপিত করার ফলে ব্যক্তি তার বহু পুরাতন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারছে দেখা যায়। স্নায়ুবিজ্ঞানের আরও উন্নতি হলে এইসব স্মৃতিচিহ্নের স্বরূপ ও গঠন সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পাবার সম্ভাবনা আছে।